بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

আজ ১৬ই ডিসেম্বর - বছর ঘুরে ফিরে এল গৌরবময় বিজয়ের দিন। আত্মমুক্তির লক্ষ্যে কয়েক দশকের দীর্ঘ কঠোর সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের ৯ মাসব্যাপী একটি রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি এই ঐতিহাসিক বিজয়। আজকের এই দিনে আমি দেশে ও বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই অভিনন্দন।

অসীম শ্রদ্ধায় আজ আমি স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব বাঙালী জাতিকে স্বৈরতন্ত্রের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এবং একটি স্বাধীন মাতৃভূমির স্বপ্ন দেখতে শেখায়। তাঁর মহিমান্বিত নেতৃত্বে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য তাঁর সংগ্রামী আহবানে সাড়া দিয়ে দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করে।

গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। অসীম মমতা ও বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি সেই সব সাহসী নারীদের যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধ ও বর্বতার শিকার হয়েছেন।

বিজয় দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই সেইসব প্রবাসী ভাই, বোন এবং মুক্তিযুদ্ধের কূটনৈতিক ফ্রন্টের সদস্যদের প্রতি যাদের সক্রিয় ও আবেগময় ভূমিকার জন্য আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট হতে পেয়েছিলাম নৈতিক সমর্থন এবং আর্থিক ও সামরিক সহায়তা। বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাসে বিদেশী বন্ধুদের অবদান লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে। আজকের এ মহান দিনে তাদের প্রতিও রইল আমার বিশেষ শুভেচ্ছা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহান রূপকার জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সোনার বাংলা গড়া। এ স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত 'দিন বদলের সনদে' যে সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে তা অর্জনের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত পরিকল্পনা এবং এ পথনকশা ধরেই ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে তা বাস্তবায়নে সরকার নিয়েছে দৃঢ় পদক্ষেপ।

এ সমস্ত কর্মকান্ডের ফলে ৭.২৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার, ১,৬,১০ মার্কিন ডলারের মাথা পিছু আয় এবং ৭১ বছরেরও বেশী গড় আয়ু নিয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে একটি দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়াও ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষে যেখানে আমাদের দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৮.৪ ও ২৪.২ শতাংশ সেখানে বর্তমানে সেসব সূচক নেমে এসেছে যথাক্রমে ২২.৪ ও ১২.১ শতাংশে। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, স্যানিটেশন, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, সামাজিক গতিশীলতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী 'উন্নয়নের রোল মডেল'। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা-এরূপ কোন সূচকেই আমরা আর

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়েও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। মায়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে তিনি 'মানবতার নেত্রী'র সম্মান অর্জন করেছেন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালনের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে নতুন নতুন শ্রম ও পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে আমাদের সরকার সদা সচেষ্ট। এর অংশ হিসেবে আগামীতে বিদেশে বাণিজ্য মেলা আয়োজন, বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার লাভ ও শ্রমবাজার উন্মোচনে আমরা কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করছি। অন্যদিকে, ওয়ার্ক পারমিট/ ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, অনলাইন সেবা সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে সরকারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সচ্ছল ও উদ্যমী প্রবাসীগণ যাতে স্বদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা দ্রুততর করতে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে সেলক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি এবং পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত ৯ বছরে বর্তমান সরকার বিদ্যমান মিশনসমূহের পাশাপাশি ১৭ টি নতুন মিশন চালু করেছে। শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে রুমানিয়া, ভারতের চেন্নাই, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও কানাডা'র টরেন্টোতে বাংলাদেশ মিশন ও উপ-মিশনসমূহ। এছাড়া, আমেরিকার ফ্লোরিডা, আফগানিস্তানের কাবুল, সুদানের খার্তুম ও সিয়েরালিওনের ফ্রিটাউনে মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

যে সোনার বাংলার স্বপ্ন ছিল জাতির জনকের হৃদয়ে; যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে ৪৭ বছর পূর্বে বাংলার মাটির সূর্য সন্তানেরা নিজেদের বুকের রক্ত এ সবুজ ভূমিতে নির্দ্ধিধায় ঢেলে দিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন পূরণে অবিরাম কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। সুবিশাল এ কর্মযজ্ঞে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করবো; অবদান রাখবো স্বদেশ ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে- এই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Message

16 December 2017

The glorious Victory Day – the 16th of December, has arrived again after one year. Our brave Bangali heroes earned this historical victory by dint of their decades long hard struggle for self emancipation and a 9 month long blood-spattered War of Liberation in 1971. On this great day, I congratulate my countrymen living in both home and abroad.

Today, I recall with boundless respect, our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose visionary leadership made Bangali people to protest the suppression of the then autocracy and dream for an independent motherland. Under the charismatic leadership of Bangabandhu the Bangalis became united. They made utmost sacrifices and embraced untold losses at his very clarion call of a sovereign Bangladesh.

My profound tributes are to the valiant freedom fighters and martyrs of the Liberation War whose sacrifices led us to our final destination of independence. With never-ending love and humble salutations, I recall our fearless women who were subjected to heinous forms of war crimes and an ordeal of atrocities.

I also pay my gratitude to our expatriate brothers and sisters, and the members of the diplomatic front of our War of Liberation whose commendable efforts created the ground for obtaining moral, financial and military support from global community in favor of the War of Independence. Enormous contributions from our foreign friends have been written in golden letters in the history of the birth of Bangladesh. My special greetings are also to them.

Our Father of the Naion, the great architect of our Libration War dreamt for a happy, prosperous, exploitation free and equitable 'Sonar Bangla' (Bengal of Gold). His able successor, the leader of mass people Sheikh Hasina has been working tirelessly to realise this dream. Formation of an equitable state mentioned in 'The Charter for Change' presented by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina consists of a number of specific and integrated programmes for accomplishment. Following that roadmap, goals have been agreed on for transforming the country into a 'Middle income' one by 2021 and a 'Developed' one by 2041. At the same time it has taken firm measures towards achieving these goals.

As a result of these initiatives Bangladesh has been recognised as one of the fast growing economy in the world with 7.28 % growth rate, US$ 1,6,10 of per capita income and more than 71 years of longevity. Poverty rate has come down from 38.4% in 2005-06 to 22.4% in 2017, while the extreme poverty has been reduced from 24.2% to 12.1% during the same period. With all positive indexes in the areas of women empowerment, sanitation, maternal and child mortality, population growth rate, social mobility, education and health, now, Bangladesh is a role model for other countries. We are also

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

no more lagged behind in controlling inflation and balancing international trade. Our Hon'ble Prime Minister has received acclamation from world leaders for her positive role in various international issues. She has been regarded as 'the Leader of Humanity' as she has provided shelter to 10 lac Rohingyas forcibly displaced by the Myanmar government.

Our government is active always in searching new markets for workers and our products along with mobilisation of internal resources for the continuity of the economic progress of the country. As a part of these endevours, we have been strengthening our diplomatic efforts for arranging trade fairs in abroad, duty-free access of Bangladeshi products and expansion of labour markets. On the other hand, different welfare programs including work permit / easing visa process and extension of online services have been going on. Also, the government has opened the door for investment with all the facilities so that affluent and enthusiastic expatriates can add an important contribution in the process of our economic growth.

During the last 9 years our government has opened 17 new missions in addition to the existing ones for diplomatic presence and expansion of diplomatic relations with the outer world. Bangladesh missions in Romania, Chennai of India, Sydney of Australia and Toronto of Canada are going to be operated soon. Besides these, we have plan to set up missions in Florida, Kabul, Khartoum and Free Town.

Prime Minister Sheikh Hasina has been working tirelessly for realisation of the dream for which our Father of the Nation fought; for which the freedom fighters poured their fresh blood on the green grass of this land. Let us pledge today that, all of us will be working according to our own ability from our respective positions for the welfare of people, motherland and global humanity.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu.

Md. Shahriar Alam, MP